পশ্চিমবঙ্গ কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি

৮৯, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা – ৭০০ ০০৭
ফোন নং – (০৩৩) ২২৪১-২০৬০

সার্কুলার – ৪/২০২৩ তারিখ ০৩-০৪-২০২৩

কনভেনর প্রাইমারী ইউনিট/সম্পাদক জেলা কমিটি

----------কলেজ/বিশ্ববিদ্যালয়

সাথী,

বকেয়া ডি.এ-র দাবিতে সমিতির বিগত কর্মসূচিগুলিতে সক্রিয় অংশগ্রহণের জন্য আপনাদের সকলকে সংগ্রামী অভিনন্দন জানাই। বিগত ১০ মার্চ, ২০২৩ শুক্রবার বিভিন্ন সংগঠনের ডাকা ধর্মঘটের সমর্থনে সমিতির মিছিলে আপনাদের উপস্থিতিও ছিল অত্যন্ত আশাব্যঞ্জক। সম্প্রতি কেন্দ্রীয় সরকার আরো এক কিস্তি মহার্ঘ্যভাতা ঘোষণা করায় আমাদের বঞ্চনা আরোই বৃদ্ধি পেয়েছে।

পাশাপাশি বর্তমানে রাজ্যের শিক্ষাজগত নিয়োগ-দুর্নীতি সহ নানা স্বেচ্ছাচারিতা ও অনাচারে বিপর্যস্ত। অন্যদিকে আমাদের আশঙ্কা 'জাতীয় শিক্ষানীতি, ২০২০' এই প্রজন্মের ছাত্রছাত্রীদের এক সর্বনাশা ভবিষ্যতের দিকে ঠেলে দেবে। এই শিক্ষানীতি পর্যালোচনার জন্য রাজ্য সরকার একাধিক কমিটি গঠন করে। কোনো কমিটির রিপোর্ট প্রকাশ না করেই জাতীয় শিক্ষানীতির সুপারিশগুলো একে একে করে কার্যকর করবার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে রাজ্যে। তারই ফলশ্রুতি ছিল এই শিক্ষাবর্ষ থেকেই স্নাতকস্তরে চার বছরের পাঠ্যক্রম চালু করা। অধ্যাপক সমিতি সহ বিভিন্ন সংগঠনের প্রতিবাদে আপাতত পিছু হটে কয়েকজন উপাচার্যকে নিয়ে আবার এক কমিটি গঠন করেছে রাজ্য সরকার। এই কমিটিতে যেমন রাজ্যের সব উপাচার্যের স্থান হয়নি তেমন উপেক্ষিত আছে বিভিন্ন শিক্ষক সংগঠন সহ অন্যান্য স্টেক-হোল্ডারাও। বলা বাহুল্য রাজ্য সরকারের এই নতুন কমিটি গঠনের উদ্দেশ্য এবং তার ইতিবাচক পরিণতির বিষয়েও আমরা সন্দিহান।

রাজ্যে শিক্ষাব্যবস্থার এই ঘোর দুর্দিনে আমরা আমাদের প্রতিবাদ ও আন্দোলন জারি রেখেছি। আগামী ৬ এপ্রিল, ২০২৩ অধ্যাপক সমিতির পক্ষ থেকে জাতীয় শিক্ষানীতি বাতিল, রাজ্যে স্বচ্ছ নিয়োগ, SACT-দের বঞ্চনার অবসান এবং বকেয়া ডি এ-র দাবিতে সারা রাজ্যে ঐদিন কলেজ/বিশ্ববিদ্যালয়ে উপস্থিত থেকে পূর্ণ দিবস কর্মবিরতি পালনের জন্য আপনাদের সকলকে আহ্বান জানাই। এই প্রসঙ্গে সমিতির সদস্যবন্ধুদের অনুরোধ, ঘোষিত কর্মবিরতি কর্মসূচিতে শিক্ষার্থীদের পঠনপাঠনের যে ক্ষতি হয়েছে বা হবে তা অতীতের এতিহ্য মেনে আপনারা অন্য কাজের দিন অতিরিক্ত ক্লাস নিয়ে পূরণ করবেন। আশাকরি আপনারা সকলেই ন্যায্য দাবি আদায়ের এই আন্দোলন কর্মসূচিতে সামিল হয়ে সমিতির দীর্ঘ লড়াই সংগ্রামের ঐতিহ্যকে উজ্জ্বল করবেন।

সংগ্রামী অভিনন্দন সহ,

কেশব ভট্টাচার্য

(কেশব ভট্টাচার্য)
সাধারণ সম্পাদক, ওয়েবকুটা